Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের সৌন্দর্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান লিজা

রোলঃ 23090120334

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের সৌন্দর্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান লিজা

রোলঃ 23090120334

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের সৌন্দর্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইসরাত জাহান লিজা, আইডিঃ 23090120334 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের সৌন্দর্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Liza

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

ইসরাত জাহান লিজা

আইডিঃ 23090120334

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

আল্লহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম ইসলাম.....5

ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান.....6

কুরআন সকল ধর্মাবলম্বীর জন্য হিদায়াত।.....7

যারা কুরআন পড়েও পথভ্রষ্ট.....9

তাওহীদ তথা বিশ্বাস.....13

মহামানব রাসূল (স:)-এর চরিত্র-মাধুর্য :.....15

পর্দা.....16

একমাত্র ইসলামই নারীর পূর্ণ অধিকার সুনিশ্চিত করেছে.....19

অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের সৌন্দর্য্য।.....21

আল্লহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম ইসলাম

ইসলাম অর্থ শান্তি,আত্নসমর্পন করা।

আসলেই কী শান্তি! পুরো বিশ্বের বেশিরভাগ ব্যক্তি যখন শিরক ,রসূল(স) কে নিয়ে অবমাননা ,হত্যা ,অন্যের হক নষ্ট করা,জুলুম ,অন্যায় - অবিচার ,ধর্ষণ - গণধর্ষণ ,মিথ্যা ও ঠকানো ইত্যাদিতে ব্যস্ত তখন মুসলিমসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ইসলামকে শারীয়াহ হিসেবে চাই। একটু শান্তির জন্য ,একটু সুখের জন্য ,একটু নিরাপত্তার জন্য।

আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম ইসলাম।

আল্লহ তা'আলা কুরআনে বলেন -

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

অর্থ : যে ব্যক্তিই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও দ্বীন অবলম্বন করতে চাইবে, তার থেকে সে দীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে মহা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ত।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫]।(১)

পৃথিবীর প্রথম ধর্ম ইসলাম। সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারী।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে আছে -

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

তোমরা কি বল, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁদের বংশধরগণ ইয়াহুদী বা নাসারা ছিল? (হে মুসলিমগণ! তাদেরকে) বলে দাও, তোমরাই কি বেশি জান, না আল্লাহ? আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে তার নিকট আল্লাহ হতে যে সাক্ষ্য পৌঁছেছে তা গোপন করে? তোমরা যা-কিছু কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল নন।(২)

২)(আল বাকারা - ১৪০)

ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান

ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ,যা কেয়ামত পর্যন্ত সব মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন -

ؕ اَلۡیَوۡمَ اَکۡمَلۡتُ لَکُمۡ دِیۡنَکُمۡ وَاَتۡمَمۡتُ عَلَیۡکُمۡ نِعۡمَتِیۡ وَرَضِیۡتُ لَکُمُ الۡاِسۡلَامَ دِیۡنًا ؕ فَمَنِ اضۡطُرَّ فِیۡ مَخۡمَصَۃٍ غَیۡرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثۡمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰہَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ

অর্থ : আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে (চির দিনের জন্য) পছন্দ করে নিলাম। (সুতরাং এ দীনের বিধানাবলী পরিপূর্ণভাবে পালন করো)। হ্যাঁ, কেউ যদি ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে যায় (এবং সে কারণে কোন হারাম বস্তু খেয়ে নেয়) আর গুনাহের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে, তবে আল্লাহ নিশ্চয়ই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।(৩)

৩)(সুরা মায়িদাহ আয়াত -৩)

কুরআন ছাড়া পৃথিবীর কোনো ধর্মগ্রন্থই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারবে না যে তাদের ধর্মগ্রন্হ পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান।

রাজনৈতিক ,অর্থনৈতিক ,সামাজিক ও পারিবারিক সব বিষয় আল্লহ তা'আলা কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

পৃথিবীতে সব চাইতে বেশি বিক্রিত,বেশি প্রিন্টেড ,বেশি পঠিত বই হচ্ছে কুরআন। অন্যদিকে অন্যান্য ধর্মগ্রন্হগুলোর তেমন হদিসই নেই।

কুরআন সকল ধর্মাবলম্বীর জন্য হিদায়াত।

আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন -

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَبَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَالْفُرْقَانِ

অর্থ : রমযান মাস- যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য (আদ্যোপান্ত) হিদায়াত এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়। (৪)

৪)সুরা বাকারহ - ১৮৫

।

আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য কুরআনকে হিদায়াতরূপে নাজিল করেছেন।

পূর্বের আসমানী কিতাবগুলো নির্দিষ্ট জাতির জন্য পাঠানো হয়েছিল (যেমন তাওরাত বনি ইসরাইলের জন্য)।

আল্লহ তা'আলা বলেন -

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِیْلُ عَلٰی نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ

অর্থ : তাওরাত নাযিল হওয়ার আগে বনী ইসরাঈলের জন্য (-ও) সমস্ত খাদ্যদ্রব্য হালাল ছিল (-যা মুসলিমদের জন্য হালাল), কেবল সেই বস্তু ছাড়া, যা ইসরাঈল (অর্থাৎ ইয়াকুব আলাইহিস সালাম) নিজের জন্য হারাম করেছিল। (হে নবী! ইয়াহুদীদেরকে) বলে দাও, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ করো। (৫)

(৫)(আ-লু ইমরান - ৯৩)

কিন্তু কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য।

তাই কুরআন মুসলিম ,অমুসলিম (হিন্দু ,বৌদ্ধ ,খ্রিষ্টান আর ও যত জাতি আছে) সবারই ধর্মীয়গ্রন্থ।

কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ.

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়বে, সে এমন একটি নেকী লাভ করবে, যেটি দশ নেকীর সমান। আমি বলছি না, আলিফ-লাম-মিম একটি হরফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মিম একটি হরফ। (৬)

৬)(জামে তিরমিযী - ২৯১০)

কুরআন তিলাওয়াত করলে অশান্ত ক্বলবও (অন্তর)প্রশান্ত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

ۗ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

অর্থ : এরা সেই সব লোক, যার ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রেখ, কেবল আল্লাহর যিকিরেই অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়।(৭)

৭)(সুরা আর রা'দ - ২৮)

যারা কুরআন পড়েও পথভ্রষ্ট

কুরআন পড়েও অনেকে হিদায়াত পায় না ,তার কারণগুলো হলো :

১.কুরআন বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাধানে কুরআন না পড়া।

আল্লহ তা'আলা বলেন -

فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

অর্থ :(হে অবিশ্বাসীগণ!) যদি এ বিষয়ে তোমাদের জানা না থাকে, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করে নাও। (৮)

(৮)(আন নাহ্‌ল - ৪৩)

এর দ্বারা আম-সাধারণকে উলামার শরণাপন্ন হওয়ার তালিম দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ শরীআতের কোন বিষয় যার জানা না থাকবে সে আন্দাজ-অনুমান ও নিজ যুক্তি বুদ্ধির পিছনে না পড়ে উলামাদের কাছ থেকে সমাধান জেনে নেবে। এর দ্বারা ইমামগণের তাকলীদ করার জরুরতও প্রমাণিত হয়। (৯)

৯)তাফসীরে তাকি উসমানী (মুসলিম বাংলা এপস)

২.ভুল খোঁজার জন্য পড়া : অনেকে কুরআন পড়ে কুরআনের ভুলগুলো খোঁজার জন্য। এটা কী আদৌ সম্ভব!

এটা তো আসমান ও জমিনের মালিক ,তার শ্রেষ্ঠ বাণীগুলো ফেরেশতা জিব্রাইল (আ) এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (স) এর ওপর নাজিল করেছেন।

আল্লহ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে কুরআনের নির্ভুলতা সম্পর্কে আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। যেমন আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সুরা বাকারহ ২ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন -

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থ : এটি এমন কিতাব, যার মধ্যে কোনও সন্দেহ নেই। এটা হিদায়াত এমন ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য। (১০)

১০)(আল বাকারা - ২)

সুরা বাকারহ ২নং আায়তের তাফসীর - অর্থাৎ এ কিতাবের প্রতিটি কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। মানব-রচিত কোনও গ্রন্থকে শত ভাগ সন্দেহমুক্ত বলে বিশ্বাস করা যায় না। কেননা মানুষ যত বড় জ্ঞানীই হোক তার জ্ঞানের একটা

সীমা আছে। তাছাড়া তার রচনার ভিত্তি হয় তার ব্যক্তিগত ধারণা-ভাবনার উপর। কিন্তু এ কুরআন যেহেতু আল্লাহ তাআলার কিতাব, যার জ্ঞান সীমাহীন এবং শত ভাগ সন্দেহাতীত, তাই এতে কোনও রকম সংশয়-সন্দেহের অবকাশ নেই। যদি কারও মনে সন্দেহ দেখা দেয়, তবে তা তার বুঝের কমতির কারণেই দেখা দেবে, না হয় এ কিতাবের কোনও বিষয় সন্দেহপূর্ণ নয় আদৌ।

**যদিও কুরআন মাজীদ মুমিন-কাফির নির্বিশেষে সকলকেই সঠিক পথ দেখায় এবং এ হিসেবে কুরআনের হিদায়াত সকলের জন্যই অবারিত, কিন্তু ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় কুরআনী হিদায়াত দ্বারা উপকার কেবল তারাই লাভ করতে পারে, যারা এর প্রতি বিশ্বাস রেখে এর সমস্ত বিধি-বিধান ও শিক্ষামালার অনুসরণ করে। এ কারণেই বলা হয়েছে, ‘এটা হিদায়াত এমন ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য, যারা অদৃষ্ট জিনিসসমূহে ঈমান আনে...’।

ভীতি অবলম্বনের অর্থ হল অন্তরে সর্বদা এই চেতনা জাগ্রত রাখা যে, একদিন আল্লাহ তাআলার দরবারে আমাকে আমার সমস্ত কর্মের জবাবদিহী করতে হবে। কাজেই আমার এমন কোনও কাজ করা উচিত হবে না, যা তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। এই ভয় ও চেতনারই নাম তাকওয়া।

অদৃশ্য ও নাদেখা জিনিসসমূহের জন্য কুরআন মাজীদ ‘গায়ব’ শব্দ ব্যবহার করেছে। এর দ্বারা এমন সব বিষয় বোঝানো উদ্দেশ্য, যা চোখে দেখা যায় না, হাতে ছোঁয়া যায় না এবং নাক দ্বারা শুঁকেও উপলব্ধি করা যায় না; বরং তা কেবলই আল্লাহ তাআলার ওহীর মাধ্যমে জানা সম্ভব। অর্থাৎ হয়ত কুরআন মাজীদের ভেতর তার উল্লেখ থাকবে অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী মারফত জেনে আমাদেরকে তা অবহিত করবেন। যেমন আল্লাহ তাআলার গুণাবলী, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থাদি, ফিরিশতা প্রভৃতি।

এ স্থলে আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসমূহের

প্রতি মনে-প্রাণে বিশ্বাস রেখে সেই সকল জিনিসকে সত্য বলে স্বীকার করে, যা তারা দেখেনি।

এ দুনিয়া মূলত পরীক্ষার স্থান। সেই অদৃশ্য বিষয়াবলী যদি চোখে দেখা যেত, তারপর কেউ তাতে বিশ্বাস করত, তবে তা কোনও পরীক্ষা হত না। আল্লাহ তাআলা সেসব জিনিসকে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রেখেছেন, কিন্তু বাস্তবে যে তার অস্তিত্ব আছে, তার সম্পর্কে অসংখ্য দলীল-প্রমাণ সামনে রেখে দিয়েছেন। যে-কেউ ইনসাফের সাথে তাতে চিন্তা করবে, সে গায়বী বিষয়াবলীর প্রতি সহজেই ঈমান আনতে পারবে, ফলে পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হবে। কুরআন মাজীদও সেসব প্রমাণ পেশ করেছে, যা ইনশাআল্লাহ একের পর এক আসতে থাকবে। প্রয়োজন কেবল কুরআন মাজীদকে সত্য-সন্ধানের প্রেরণায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পড়া এবং অন্তরে এই চিন্তা রাখা যে, এটা হেলাফেলা করার মত কোনও বিষয় নয়। এটা মানুষের স্থায়ী জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতার বিষয়। কাজেই অন্তরে এই ভয় জাগ্রত রাখা চাই যে, পাছে আমার কুপ্রবৃত্তি ও মনের খেয়াল-খুশী কুরআন মাজীদের দলীল-প্রমাণ যথাযথভাবে বোঝার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমাকে কুরআন প্রদত্ত হিদায়াত ও পথ-নির্দেশকে সত্য-সন্ধানের প্রেরণা নিয়ে পড়তে হবে এবং আগে থেকে অন্তরে যেসব চিন্তা-চেতনা শিকড় গেড়ে আছে তা থেকে অন্তরকে মুক্ত করে পড়তে হবে, যাতে সত্যিকারের হিদায়াত আমি লাভ করতে পারি। ‘কুরআন যে ভীতি-অবলম্বনকারীদের জন্য হিদায়াত’ তার এক অর্থ এটাও।

৩.কুরআন নিয়ে গবেষণা না করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

অর্থ : বস্তুত আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সব রকমের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে।(১১)

১১)(আয্-যুমার - ২৭)

৪.সুন্নাহর অনুসরণ: কুরআন ও সুন্নাহ—এই দুইয়ের উপর আমল করা উচিত। সুন্নাহ হলো কুরআনের সঠিক ও বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা।

৫.আল্লাহর কাছে হিদায়াতের জন্য প্রার্থনা: হিদায়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ অনুগ্রহ। তাই আল্লাহর কাছে হিদায়াতের জন্য প্রার্থনা করা জরুরি।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন ও সরল পথ থেকে গোমরাহ হওয়া থেকে হিফাজত করুন আমিন।

তাওহীদ তথা বিশ্বাস

তাওহীদ তিন প্রকার।

যথা : (ক) তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ : সৃষ্টি, রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও পরিচালনায় আল্লাহকে এক হিসাবে বিশ্বাস করার নাম তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোন স্রষ্টা আছে কী? যে তোমাদেরকে আকাশ ও যমীন হতে জীবিকা প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই' (সূরা আল-ফাতির : ৩)।

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অর্থ : বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান, তবে বল।(আল মু'মিনূন - ৮৪)

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ

অর্থ : তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহর। বল, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?(আল মু'মিনূন - ৮৫)

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

অর্থ : বল, কে সাত আকাশের মালিক এবং মহা আরশের মালিক? (আল মু'মিনূন - ৮৬)

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

তারা অবশ্যই বলবে, এসব আল্লাহর। বল, তবুও কি তোমরা (আল্লাহকে) ভয় করবে না?(আল মু'মিনূন - ৮৭ নং আয়াত)

উপরিউক্ত আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় ,অমুসলিমরাও তাওহীদে রুবুবিয়্যাহই বিশ্বাসী।

(খ) তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ : এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করার নাম তাওহীদে উলূহিয়্যাহ। মানুষ যেভাবে আল্লাহর ইবাদত করে এবং নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করে, অনুরূপ অন্য কাউকে ইবাদতের জন্য গ্রহণ না করা। তাওহীদে উলূহিয়্যাতের ভিতরেই ছিল আরবের মুশরিকদের গোমরাহী। এ তাওহীদে উলূহিয়াকে কেন্দ্র করেই তাদের সাথে জিহাদ করে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাদের জান-মাল, ঘরবাড়ী ও জমি-জায়গা হরণ হালাল মনে করেছিলেন।

তাদের নারী-শিশুদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করেছিলেন। এ প্রকার তাওহীদ দিয়েই আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলেন এবং সমস্ত আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। মানুষ যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য ইবাদতের কোন অংশই পেশ না করে, সদাসর্বদা রাসূলগণ তাদের উম্মতদেরকে এ আদেশই দিতেন।

(গ) তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত : তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাতের অর্থ হলো, আল্লাহ নিজেকে যে সমস্ত নামে নামকরণ করেছেন এবং তাঁর কিতাবে নিজেকে যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত করেছেন সে সমস্ত নাম ও গুণাবলীতে আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় হিসাবে মেনে নেয়া। আল্লাহ নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, তাতে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, তার ধরণ বর্ণনা এবং কোন রূপ উদাহরণ পেশ করা ব্যতীত আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করার মাধ্যমেই এ তাওহীদ বাস্তবায়ন হতে পারে। সুতরাং আল্লাহ নিজেকে যে নামে পরিচয় দিয়েছেন বা নিজেকে যে গুণাবলীতে গুণান্বিত করেছেন, তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক।সংকলিত)

মহামানব রাসূল (স:)-এর চরিত্র-মাধুর্য :

রাসূলূল্লাহ (স:)-এর চরিত্র ও তাঁর আদর্শ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ : 'আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত আছে' (সুরা আহযাব ২১ নং আয়াত)।

তিনি আরো বলেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

অর্থ : অবশ্যই আপনি মহত্তম চরিত্রে অধিষ্ঠিত।

(সুরা কলম -৪)।

রাসূল (স:)-এর চরিত্র সম্পর্কে ফ্রান্সের প্রফেসর সেডইউ বলেন, নবী করীম (স:) ছিলেন হাস্যমুখ ও মিশুক স্বভাবের। তিনি প্রায়ই নীরব থাকতেন এবং অধিকাংশ সময় আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকতেন। অনর্থক কথা হ'তে তিনি দূরে থাকতেন এবং অশ্লীলতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি ছিলেন সঠিক মত ও উত্তম জ্ঞানের অধিকারী।

(মাসিক আত তাহরীক)সংকলিত

পর্দা

বর্তমানে সমাজে সকল সমস্যার মূল হলো বেপর্দা নারী। যার কারণে আজ মানুষের এত অধঃপতন।

তাই তো কুরআন ১৪০০ বছর আগে পর্দার বিধান দিয়ে সমাজের অশ্লীলতা ,,ধর্ষণ - গণধর্ষণ ,চোখের গুনাহ থেকে মানুষকে হিফাজত করেছেন।

পর্দা সম্পর্কে আল্লহ তা'আলা বলেন -

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۪ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থ : এবং মুমিন নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং নিজেদের ভূষণ অন্যদের কাছে প্রকাশ না করে, যা আপনিই প্রকাশ পায় তা ছাড়া এবং তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল নিজ বক্ষদেশে নামিয়ে দেয় এবং নিজেদের ভূষণ যেন স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগিনেয়, আপন নারীগণ, যারা নিজ মালিকানাধীন, যৌনকামনা নেই এমন পুরুষ খেদমতগার এবং নারীদের গোপনীয় অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া আর কারও সামনে প্রকাশ না করে। মুসলিম নারীদের উচিত ভূমিতে এভাবে পদক্ষেপ না করা, যাতে তাদের গুপ্ত সাজ জানা হয়ে যায়। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর।

(আন নূর - ৩১)

এই আয়াতের তাফসীর (তাফসীরে তাকি উসমানী)

১৯. এখানে ভূষণ দ্বারা শরীরের সেই অংশ বোঝানো হয়েছে, যাতে অলংকার বা আকর্ষণীয় পোশাক পরিধান করা হয়। এভাবে এ আয়াতে নারীদেরকে হুকুম করা হয়েছে, তারা যেন গায়রে মাহরাম বা পরপুরুষের সামনে নিজেদের

গোটা শরীর বড় চাদর বা বোরকা দ্বারা ঢেকে রাখে, যাতে তারা তার সাজসজ্জার অঙ্গসমূহ দেখতে না পায়। তবে শরীরের এ রকম অংশ যদি কাজকর্ম করার সময় আপনিই খুলে যায় বা বিশেষ প্রয়োজনবশত খোলার দরকার পড়ে, তাতে গুনাহ হবে না। সে সম্পর্কে বলা হয়েছে 'যা আপনিই প্রকাশ পায় তা ছাড়া'। ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নারী যে চাদর দ্বারা শরীর ঢাকে, এ ব্যতিক্রম দ্বারা সেটাই বোঝানো উদ্দেশ্য, যেহেতু তা আবৃত করা সম্ভব নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ব্যাখ্যা করেন, বিশেষ প্রয়োজনে যদি চেহারা বা হাত খুলতে হয়, তবে এ আয়াত তার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু চেহারাই যেহেতু রূপ ও সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল তাই সাধারণ অবস্থায় তা ঢেকে রাখতে হবে, যেমন সূরা আহযাবে হুকুম দেওয়া হয়েছে (৩৩ : ৫৯)। হ্যাঁ বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে সেটা ভিন্ন কথা। তখন চেহারাও খোলা যাবে, কিন্তু পুরুষের প্রতি নির্দেশ হল তখন যেন সে নিজ দৃষ্টি অবনমিত রাখে, যেমন এর আগের আয়াতে গেছে।

২০. যে সকল পুরুষের সামনে নারীর পর্দা রক্ষা জরুরী নয়, এবার তাদের তালিকা দেওয়া হচ্ছে।

২১. 'আপন নারীগণ' কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর অর্থ মুসলিম নারীগণ। সুতরাং অমুসলিম নারীদের সামনে মুসলিম নারীর জন্য পর্দা রক্ষা জরুরী। কিন্তু বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের কাছে অমুসলিম নারীরা আসা-যাওয়া করত। এর দ্বারা উপরিউক্ত ব্যাখ্যা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। কাজেই অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন, 'আপন নারীগণ' বলতে এমন নারীদের বোঝানো হয়েছে, যাদের সঙ্গে মেলামেশা হয়ে থাকে। তা মুসলিম নারী হোক বা অমুসলিম নারী। নারীদের জন্য এরূপ নারীর সঙ্গে পর্দা করা জরুরী নয়। ইমাম রাযী (রহ.) ও আল্লামা আলুসী (রহ.) এ ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন (মাআরিফুল কুরআন)।

২২. 'যারা নিজ মালিকানাধীন'-এর দ্বারা দাসীগণকে বোঝানো হয়েছে। দাসী (চাকরানী নয়) মুসলিম হোক বা অমুসলিম, তার সঙ্গে পর্দা করা আবশ্যিক

নয়। কোন কোন ফকীহ গোলামকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, অর্থাৎ তার সঙ্গেও পর্দা নেই।

২৩. ‘যৌন কামনা নেই এমন খেদমতগার’। কুরআন মাজীদে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে اَلتَّابِعِيْنَ অর্থাৎ এমন লোক, যে অন্যের অধীন থাকে। অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, এক ধরনের হাবাগোবা লোক থাকে, যারা কোন পরিবারের সঙ্গে লেগে থাকে, তাদের ফুট-ফরমাশ খাটে আর তারা কিছু দিলে খায় কিংবা কোন মেহমানের সাথে জুটে যায় এবং বিনা দাওয়াতে হাজির হয়ে যায়। পেটে কিছু খাবার দেওয়া ছাড়া তাদের আর কোন লক্ষ্য নেই। যৌন চাহিদার কোন ব্যাপারও তাদের থাকে না। সেকালেও এ ধরনের লোক ছিল। আয়াতের ইশারা তাদের দিকেই। ইমাম শাবী (রহ.) বলেন, এর দ্বারা বয়স্ক চাকর-বাকরকে বোঝানো হয়েছে, বয়সজনিত জরায় যাদের অন্তর থেকে নারী-আসক্তি লোপ পেয়ে গেছে (তাফসীরে ইবনে জারীর)।

২৪. অর্থাৎ সেই নাবালেগ শিশু, নর-নারীর যৌন সম্পর্কের বিষয়ে যার কোন ধারণা সৃষ্টি হয়নি।

২৫. অর্থাৎ পায়ে যদি নূপুর পরা থাকে, তবে হাঁটার সময় এমনভাবে পা ফেলবে না, যাতে নূপুরের আওয়াজ কেউ শুনতে পায় বা অলংকারের পারস্পরিক ঘর্ষণজনিত আওয়াজ কোন গায়রে মাহরাম পুরুষের কানে পৌঁছে।

একমাত্র ইসলামই নারীর পূর্ণ অধিকার সুনিশ্চিত করেছে

ইসলাম Equality (সমতা)তে ফোকাস দেয় না বরং Equity (ন্যায্যতা)তে ফোকাস দিয়েছে।

যেমনটা আমরা দেখতে পাই নারীর মোহরানা ,,সম্পত্তি বন্টন আরও বিভিন্ন হকের ব্যাপারে।

মোহর সম্পর্কে কুরআনে এসেছে -

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحۡلَةً ؕ فَاِنۡ طِبۡنَ لَـكُمۡ عَنۡ شَىۡءٍ مِّنۡهُ نَفۡسًا فَكُلُوۡهُ هَنِيۡٓـًٔا مَّرِيۡٓـًٔا

নারীদেরকে খুশী মনে তাদের মাহর আদায় কর। তারা নিজেরা যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা সানন্দে, স্বচ্ছন্দভাবে ভোগ করতে পার।

(আন নিসা - ৪)

"তোমরা সম্পূর্ণ চিত্তে নারীদের মোহর দিয়ে দাও" - এই উক্তিটি মূলত ইসলামি শরিয়তের একটি নির্দেশ, যা সুরা নিসার ৪নং আয়াতে এসেছে। এর মূল অর্থ হলো, বিবাহ করার পর নারীদের তাদের প্রাপ্য মোহর বা 'দেনমোহর' সম্পূর্ণ ও সন্তুষ্টচিত্তে পরিশোধ করে দেওয়া উচিত। যদি তারা স্বেচ্ছায় তার কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা গ্রহণ করা যেতে পারে, তবে তা তাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে।

- সম্পূর্ণ ও সন্তুষ্ট চিত্তে: এর অর্থ হলো, মোহর দেওয়ার সময় কোনো প্রকার দ্বিধা বা অনিচ্ছা থাকা উচিত নয়।
- মোহর যা দিতে স্বীকৃত হয়েছে: বিবাহ চুক্তি করার সময় যে মোহর নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেটাই পরিশোধ করতে হবে।
- স্ত্রী যদি কিছু ছেড়ে দেয়: যদি স্ত্রী স্বেচ্ছায় তার মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দিতে চায়, তবে তা সানন্দে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে, স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা চাপ দিয়ে তার মোহর কম নেওয়া যাবে না।
- কোরআনের নির্দেশ: এটি আল্লাহর একটি নির্দেশ, যা পুরুষদের তাদের স্ত্রীদের প্রতি দায়িত্ব পালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সম্পদে নারীর অংশ সম্পর্কে আল্লহ তা'আলা বলেন -

يُوۡصِيۡكُمُ اللّٰهُ فِىۡۤ اَوۡلَادِكُمۡ * لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ الۡاُنۡثَيَيۡنِ‌ ۚ فَاِنۡ كُنَّ نِسَآءً فَوۡقَ اثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ‌ ۚ وَاِنۡ كَانَتۡ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصۡفُ‌ ؕ وَلِاَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنۡهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنۡ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ‌ ۚ فَاِنۡ لَّمۡ يَكُنۡ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ‌ ۚ فَاِنۡ كَانَ لَهٗۤ اِخۡوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنۡ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُّوۡصِىۡ بِهَاۤ اَوۡ دَيۡنٍ‌ ؕ اٰبَآؤُكُمۡ وَاَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُوۡنَ اَيُّهُمۡ اَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعًا‌ ؕ فَرِيۡضَةً مِّنَ اللّٰهِ‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا

আল্লাহ তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান। যদি (কেবল) দুই বা ততোধিক নারীই থাকে, তবে মৃত ব্যক্তি যা-কিছু রেখে গেছে, তারা তার দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। যদি কেবল একজন নারী থাকে, তবে সে (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার মধ্য হতে প্রত্যেকের প্রাপ্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ, যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে। আর যদি তার কোন সন্তান না থাকে এবং তার পিতা-মাতাই তার ওয়ারিশ হয়, তবে তার মায়ের প্রাপ্য এক-তৃতীয়াংশ। অবশ্য তার যদি কয়েক ভাই থাকে, তবে তার মায়ের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ, (আর এ বণ্টন করা হবে) মৃত ব্যক্তি যে ওসিয়ত করে গেছে তা কার্যকর করার কিংবা (তার যদি কোন) দেনা (থাকে, তা) পরিশোধ করার পর। তোমরা আসলে জান না, তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে উপকার সাধনের দিক থেকে তোমাদের নিকটতর। (এসব) আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(আন নিসা - ১১)

বর্তমানে ফেমিনিস্টরা সমান অধিকার ,সমান অধিকার বলে মুখে ফেনা তুলে। অথচ পত্র পত্রিকা চোখ বুলালেই দেখা যায় ,এই ফেমিনিস্টদের দ্বারাই নারীরা বেশি লাঞ্ছিত ,ধর্ষিত ও ইভটিজিং এর শিকার হয়।

অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের সৌন্দর্য্য।

ইসলাম	অন্যান্য ধর্ম
ইসলাম এক সর্বশক্তিমান আল্লাহর দিকে ডাকে।	অন্যান্য ধর্ম বহু মালিকের দিকে আহবান করে।
আল্লহ পূতপবিত্র।	পক্ষান্তরে হিন্দু ধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের ভগবান থেকে শুরু করে যারা আছে তারা সবাই কামপ্রিয় ও দুশ্চরিত্রের অধিকারী।
ইসলামের ধর্মীয় গ্রন্থ "আল কুরআন " যার মধ্যে কোনো সন্দেহ ও বক্রতা নেই।	অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থগুলো মানব রচিত।
ইসলামের ধর্মীয় গ্রন্থ আল কুরআন ব্যক্তি ,সমাজ,রাষ্ট্র ইত্যাদির সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে।	অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থ গুলো কোনো সমস্যার সমাধান দিতে পারে না।
ইসলাম মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়।	অন্যান্য ধর্ম মানুষকে চির অন্ধকারের পথে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।
ইসলাম মানুষকে তার স্রষ্টা আল্লহর প্রিয় হতে সাহায্য করে।	অন্যান্য ধর্ম মানুষকে শয়তানের সাথে সুসম্পর্ক করে দিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যায়।
ইসলামের শিক্ষা হলো স্বাধীনতা,শালীনতা ও ভদ্রতা শিখায়।	অন্যান্য ধর্ম মানুষকে গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে ও অশ্লীলতা শিক্ষা দেয়।

একমাত্র ইসলামই আল্লহর নিকট ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণযোগ্য ধর্ম। আল্লাহর কাছে অগ্রহণযোগ্য

বই : হিন্দুভাইদের দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি। পৃষ্ঠা ২১৭- ২১৮ (পরিমার্জিত)

تَمَّ بِحَمْدِ ٱللهِ تَعَالىٰ ، ٱللّٰهُمَّ ٱنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا وَ عَمَلًا وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيْعُ ٱلْعَلِيْمِ، ٱللّٰهُمَ آمِيْنْ يَا رَبَّ ٱلْعَالَمِيْنْ.

"সমাপ্ত হলো আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসার সাথে।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তা থেকে আমাদের উপকৃত করুন, আমাদেরকে এমন কিছু শিখান যা আমাদের জন্য উপকারী এবং আমাদের জ্ঞান ও আমল বৃদ্ধি দিন। আর আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করে নিন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। কবুল করে নিন হে আল্লাহ! সমস্ত জগতের পালনকর্তা!"